অনুমেয়, আলোচ্য আলোচনাক্ষেত্রের বিষয় সমূহের ও পরবর্তী বাংলা অনুসারী সাহিত্য চর্চা বিষয় হিসাবে এগুলি গৃহীত হয়েছে:

১) জয়দেব ও গীতগোবিন্দ

২) বাংলা অনুসারী সাহিত্য:
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত

৩) বাংলা অন্যান্য অনুসারী সাহিত্য।

৪) বিষয়ের ধারাবাহিক অনুসারী চিত্রকলা এবং শিল্প-সংস্কৃতি।

কিং মাধবের 'শ্রীপাদমেরু' সংকলন গ্রন্থ ও কমলাকান্ত দাসের 'পদরত্নাকর' সংকলন গ্রন্থে গীতগোবিন্দের অনেক পদ সংকলিত হয়েছে। শ্যামানন্দের শিষ্য রাধানন্দ 'গীতগোবিন্দ' অনুসরণে 'রাধাগোবিন্দ' কাব্য লেখেন, অষ্টাদশ শতকে গীতগোবিন্দের বাংলায় অনুবাদ করেন জগদানন্দ। কবিশেখর কালিদাস রায় গীতগোবিন্দের কবিতায় অনুবাদ করেন, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন — 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধ, মধুসূদন দত্ত লিখেছেন 'জয়দেব' কবিতা। এমনকি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন-স্মৃতি' গ্রন্থে স্বীকার করে নিয়েছেন জয়দেবের প্রভাব।

প্রায় বারশো সাড়ে বারশো বছর ধরে বাংলা সাহিত্যকে ও বাঙালীর সাহিত্যকে একজন সংস্কৃত সাহিত্যের কবি হয়েও প্রভাবিত করেছিলেন জয়দেব।

জয়দেবই প্রথম ব্যবহার করেছিলেন 'পদাবলী' শব্দটি, যে পদাবলী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য অতিক্রম করে পৌঁছেছে আধুনিকযুগ পর্যন্ত।

কৃষ্ণকথা মহাগ্রন্থ ভাগবতে কৃষ্ণই মুখ্য। সেখানে রাধা নেই। প্রাদেশিক সাহিত্যের গীতিকবিতার ভাষা হিসাবে যে কোমল ব্যঞ্জনা-ধর্মী ভাষা তা জয়দেবেরই তৈরী 'ললিতলবঙ্গ-লতা'র মত কোমল ও সাংগীতিক ভাষা মধ্যযুগের পদাবলীতে তৈরী হয়েছে, তৈরি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। তৈরী হয়েছে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এ, যেটি আনুমানিক চতুর্দশ শতকীয় রচনা।

এইসব দিক দিয়ে দেখলে জয়দেব যে কতবড় কবি ছিলেন এবং প্রাচ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর যে সবিশেষ ভূমিকা ছিল তা সহজেই

Programme course :-

SEC গল্পের নাট্যরূপ — শাস্তি, মহেশ, পুঁইমাচা
গ্রন্থ সমালোচনা :- গীতাঞ্জলি, পালামৌ, মুক্তধারা।

সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা

জয়দেব ও পরবর্তী বাংলা অনুসারী সাহিত্য :-

কবি চূড়ামণি জয়দেব গোস্বামী সেনবংশের পরম সভাকবি ছিলেন। বাংলা শতকে সংস্কৃত ভাষায় লেখা তাঁর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের 'পদাবলী' থেকে বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্ভব হয়েছে এবং উনিশ শতকে ব্রজবুলি ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' বৈষ্ণব পদাবলীর শেষকাব্য। 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমচেতনা বিতর্কের অতীত। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত বৈষ্ণব সাহিত্যে জয়দেবের প্রভাব পড়েছে এবং রচিত হয়েছে অনেক অনুসারী সাহিত্য, 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থটি ছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্যপাঠ্য। গ্রন্থে রয়েছে চব্বিশটি গান, বারোটি সর্গ, প্রধানরস শৃঙ্গাররস।

বাংলার অনেক বৈষ্ণব কবি তথা সাহিত্যিকের উপর জয়দেবের প্রভাব রয়েছে, বিদ্যাপতি ('অভিনব জয়দেব') উপাধি নিয়ে খ্যাত হয়েছিলেন, বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে জয়দেবকে অনুসরণ করেন। অর্ধনাটকীয় রীতিতে প্রভুসাহেব গ্রন্থে জয়দেবের ভণিতাযুক্ত যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গের একটি বড়র পদ আছে।

গ্রন্থ সমালোচনায় যে বিষয়গুলির উল্লেখ করতেই হবে সেগুলি হলো:

১) আলোচ্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত,

২) গ্রন্থটির ইতিবাচক দিক এবং সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা,

৩) গ্রন্থটির নেতিবাচক দিক তথ্য যুক্তিসহ ত্রুটি নির্দেশ এবং সেগুলির পর্যালোচনা,

৪) গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ তথা পুনর্মুদ্রণের সময় চিহ্নিতকরণ।

৫) প্রকাশকের নাম, প্রকাশনা সংস্থার নাম, দাম প্রভৃতি বহিরঙ্গ বিষয়ের উল্লেখ।

SEC সিলেবাস - ১) মহেশ, পুঁইমাচা, শাস্তি গল্পের নাট্যরূপ।
২) ডাকঘর, আমার জীবন, শ্রীকান্ত (১ম পর্ব) গ্রন্থ পর্যালোচনা (লিখতে হবে — এগুলো গ্রন্থ ৩০০ শব্দের মধ্যে) ৩) সিলেবাসের অন্তর্গত যে কোন বিষয়ে লেকচার/ ডেমো দিতেহবে, সময় সর্বোচ্চ ৫ মিনিট। নম্বর বিভাজন:
ডেমো ২০, গ্রন্থ সমালোচনা অথবা নাট্যরূপ খাতা: ২০। মোট ৪০। বাকি ১০ উপস্থাপনায়।
+ লিখিত মোট ৫০

গল্পের নাট্যরূপ - শাস্তি, মহেশ, পুঁইমাচা,
গ্রন্থ সমালোচনা - ডাকঘর, আমার জীবন (রাসসুন্দরী দেবী), শ্রীকান্ত (১ম পর্ব) (Hons 3rd sem SEC)

সমালোচনা : পূর্বে আমি উল্লিখিতখানি-সংস্করণ হতে যাওয়া এই বইটি আকারে ছোট। দৈর্ঘ্যে ১৮.৫ সেমি, প্রস্থ ১২.৫ সেমি। হার্ড কভার, পেপারব্যাক এবং মার্বেলহীন। পাতার ওজনমান ভালো হলেও ঔজ্জ্বল্য কিছুটা এবং কালির কম হলে পাঠ করার পক্ষে আরও আরাম-দায়ক হতে পারত, তবে আর্টিক নিস্প্রভ পাতার অধিক ঔজ্জ্বল্য চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক

প্রথম প্রকাশ এবং পুনর্মুদ্রণ :-

এর প্রথম সংস্করণ ১৩৩২ বঙ্গাব্দে, এর পরের ১৮টি সংস্করণ হয় যথাক্রমে— ১৩৩৩, ১৩৩৬, ১৩৩৭, ১৩৪০, ১৩৪৫, ১৩৫০, ১৩৫২, ১৩৫৪, ১৩৫৮, ১৩৬২, ১৩৬৬, ১৩৬৯, ১৩৭৫, ১৩৮০, ১৩৮৬, ১৩৮৮, ১৩৯২, ১৪১৫, এবং বিংশ সংস্করণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দে।

প্রকাশক, প্রকাশনা সংস্থা, দাম :-

এর প্রকাশক এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০০৭৩। প্রকাশক : শ্রী শমিত সরকার, মুদ্রাকর : প্রিন্ট ও গ্রাফ, ৭/১সি ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা: ৭০০ ০৭৩। মূল্য - চল্লিশ টাকা।

ছবি ওলি :-

(৭) গ্রন্থ - সমালোচনা / পর্যালোচনা:-

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে আলোচনা:-

পরশুরাম রচিত, যতীন্দ্র কুমার সেন চিত্রিত 'গড্ডলিকা' হাস্যরসযুক্ত গল্পের বইটির কিছু সংস্করণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দে, মূল্য চল্লিশ টাকা, মুদ্রাকর প্রিন্ট ও প্রসেস (কলকাতা), এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত, এবং অনেক ছদ্মনামী লেখকের (আসল নাম রাজশেখর বসু) প্রথম বই গড্ডলিকা। যাকে গল্পের বই না বলে অনায়াসেই বলা যায় ছবির বই। মোট ২০ টি ছবি, রুচিমাফিকই আশ্চর্যরকমে স্যাস্ত, ইংরাজিতে লিখিত স্কেচেস, তাসে নকশার চিত্রের চেহারা থেকে বা তারিণী নৃত্যকালীর উঠোনে ঝাঁট দেবারছবি, গত দু'হাজার বছরেও যেটি দুষ্প্রাপ্য হয়নি। শিবুর বুকের উপর উঠে, তালগাছ থেকে নেমে আসা - প্রতিটি অমূল্য প্রেতের সন্ধান করে। গল্পগুলির নাম করতে পারে সকলেই। শিহলে একদল ছোটো 'গড্ডলিকা', ছেড়ির অবিচ্ছেদ্যে এক অনুগমনই 'গড্ডলিকা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ। আবার সর্বযুগের ন্যায়শাস্ত্রে একমেষে যুক্তির বাঁধাধরা গৎ বোঝাতে শব্দটি প্রযুক্ত হোত। অর্থাৎ নামকরণ থেকেই বাচ্যার্থ এবং ব্যঙ্গার্থ উভয়দিক পরিপূরক। গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে, সংস্কারের কুল, তল, স্বকীয়তায় উজ্জ্বল।

বিষয়বস্তু:- মোট পাঁচটি গল্প মিলে এই পাঁচটি হাস্যরসাত্মক এই গল্পগুলো ১) শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

২) চিকিৎসা - সংকট

৩) মহাবিদ্যা

৪) লম্বকর্ণ এবং

৫) ভুশণ্ডীর মাঠে।

অভিযোজনা:- ছাত্রেরা আলোচ্য কবিতাংশটি হৃদয়ঙ্গম করতে কতখানি সক্ষম হয়েছে তা জানবার জন্য কিছু প্রশ্ন করা যেতে পারে, যেমন:-

১) কবি কাকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন? (উদ্ধৃতি দেখাও)

২) বিদেশে কবির কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে বলে কবি মনে করেছেন?

৩) কবি নিজেকে কি বলে প্রবোধ দিয়েছেন?

৪) কবি নিজের জীবনের সাথে কিসের তুলনা করেছেন?

ছাত্রদের বাড়ীর কাজ:-

ছাত্রেরা নিজের ভাষায় কাব্যাংশটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বাড়ী থেকে অনুচ্ছেদে কিছু লিখে আনবে॥

বিষয়বস্তু	পদ্ধতি শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ
১) প্রথম ১১ লাইন	১) পাঠ্যাংশটির সরবপাঠ	১) শোনা।
	২) ছাত্রদের কঠিন শব্দগুলি খুঁজে বের করতে বলা হবে এবং সেগুলির অর্থ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে।	২) ছাত্রেরা তৎক্ষণাৎ কঠিন শব্দগুলি চিহ্নিত করে সেগুলির অর্থ জিজ্ঞেস করবে, শুনবে, বোর্ড থেকে লিখে নেবে।
	৩) কবিতাটির ব্যাখ্যাকালীতে ছাত্রদের সাহায্য করা হবে :-	
	i) অন্তর্নিহিত ভাব ব্যাখ্যা করা হবে	১) ছাত্রেরা শুনবে।
	ii) প্রশ্নোত্তর করা হবে (ছাত্রেরা ঠিক কতটা বুঝল জানার জন্য)	
	১) কবির বঙ্গভূমির প্রতি কেমন ভাব প্রকাশ পেয়েছে। সাহায্য (প্রথম লাইনেই আছে)	১) রেখো মা দাসেরে মনে। কবি দাসভাবে বঙ্গমাতার চরণে জানিয়েছেন মিনতি, সকরুণ
	ব্যাকরণগত প্রশ্ন	
	২) 'কোকনদ' অর্থ কী?	২) রক্তপদ্ম।
	৩) সমার্থক শব্দ লেখ — অনুরোধ (এই কবিতাতেই আছে)	৩) মিনতি (কবিতায় আছে)
	৪) পুনরায় কবিতাটি ছবি দিয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হবে।	৪) ছাত্রেরা মন দিয়ে শুনবে, প্রয়োজনে খাতায় নোট করে নেবে এবং প্রশ্ন করবে প্রয়োজনে।

উদ্দেশ্য :- রসসম্ভারী পাঠের সাহায্যে কবিতাটির ভাষা, ভাব, ছন্দ, মিলন, প্রভৃতির সৌন্দর্য উপভোগের মাধ্যমে ছাত্রদের কাব্যরস উপলব্ধি করতে সহায়তা করা।

উপকরণ :- শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ (চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড) এবং

১) বঙ্গভূমির সম্মুখে প্রার্থনারত মাইকেল মধুসূদনের একটি চিত্র / বা

২) সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির একটি রঙীন চিত্র TLM (টিচিং লার্নিং মেটিরিয়াল / মেটিরিয়্যাল হিসাবে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে। / অথবা কবিতাংশ থেকে কয়েকটি কিছু শব্দ ও তার অর্থ বা সন্ধিবিচ্ছেদ, ইত্যাদি, করে দেখানো যেতেপারে চার্টপেপার এর মাধ্যমে।

যেমন — চার্ট —

শব্দার্থ — নীর - জল
মিনতি - বিনীত প্রার্থনা
পরমাদ (প্রমাদ) - ভ্রান্তি
কোকনদ - রক্তপদ্ম।

আকাশ এর সমার্থক শব্দ : নভঃ
জীবন-নদ এর ব্যাসবাক্য :- জীবন নদের ন্যায় / জীবনরূপী নদ।
অমর এর ব্যাসবাক্য :- নাহি মরণ যাহার।

অনুবৃত্তি তথা বিস্তার।

SEC

অষ্টম বা সপ্তম শ্রেণীর উপযোগী কবিতা বা কবিতাংশ সমূহ তে কতি পাঠটীকা রচনা করুন।

(১) বঙ্গভূমির প্রতি

— মাইকেল মধুসূদনদত্ত।

রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি
করি পদে,
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ —
মধুহীন করো না গো, তব মনঃ কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে
জীবতারা যদি খসে
এ দেহ আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে?
চিরস্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে।

বিদ্যালয়ের নাম- মেকোনো শ্রেণী -সপ্তম ছাত্রসংখ্যা-যথাযথ গড় বয়স -১২+ সময় ৪০মি. তারিখ -নির্দিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষের নাম	বিষয় :- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সাধারণ পাঠ - কবিতা বিশেষ পাঠ - বঙ্গভূমির প্রতি — মাইকেল মধুসূদনদত্ত। পাঠক্রম : ১) প্রথমাংশ ১১ পংক্তি ২) শেষাংশ। আজকের পাঠ : প্রথমাংশ।